দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
018

আধুনিক পাঠাগার

২৬শে মার্চ রাজধানীর ওসমানী উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি নতুন পাঠাগার—মহানগর পাঠাগার। প্রেসিডেন্ট এরশাদের ব্যক্তিগত আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মহানগর পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। শুধু বই পত্র-পত্রিকা পড়াই নয়, রেডিও শোনা, টিভি দেখা এবং রেফারেন্স হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে এই পাঠাগারটি।

আমাদের পাঠাগারের যেমন সংকট আছে, তেমনি পাঠাভ্যাসেরও কোন ব্যাপকতা নেই। এমনিতেই আমাদের দেশে স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা বড় কম। তার ওপর সকল সাক্ষরের আবার পড়ার অভ্যাস নেই। কিন্তু পঠ ছাড়া একটি জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। জাতির অগ্রগতির জন্য, মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যও চাই জ্ঞানের অনুশীলন। কিন্তু এই জ্ঞানানুশীলনের অভাব এখানে প্রকট। এর জন্য চাই পাঠের অভ্যাস এবং পাঠের সুযোগ। পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসহ বইয়ের লেখক-প্রকাশকদেরও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। কোথায়ও কোথায়ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে একেবারে কোন উদ্যোগ নেই, তা বলা যাবে না, কিন্তু তা যে পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট নয়, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে পড়ার সুযোগ-সুবিধাও এখন পর্যন্ত নিতান্ত কম। এই ঢাকা শহরেই বলতে গেলে সবার ব্যবহারের উপযোগী প্রয়োজনীয় কিছুটা সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পাঠাগার এতদিন ছিল একটি—কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী। মহানগর পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ফলে এই সুযোগ কিছুটা সম্প্রসারিত হল। এ ক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদানাফিক সুযোগ-সুবিধার আরও বিস্তার দরকার। দরকার পাঠাগারের সঙ্গে ফটোকপি করে নেবার ব্যবস্থাও। আমরা বিশ্বাস করি এই দুটি পাঠাগারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একে—পাঠকের চাহিদানাফিক আরও পূর্ণাঙ্গ করে তুলবেন। সেই সঙ্গে সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী আরও পাঠাগার গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।